আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাসহ দুইজন আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ সাইফুল ইসলাম (২৯) ও রাসেল (২৫) নামের দুইজনকে আটক করেছে।

আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে বাবুপাড়া থেকে তাদেরকে ৫০পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করে পুলিশ।

আটক সাইফুল ইসলাম কালিদাসপুর স্কুলপাড়ার সাদেক আলী মালিতার ছেলে ও রাসেল গোবিন্দপুর গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।

জানাগেছে, কালিদাসপুর স্কুলপাড়ার সাইফুল ইসলাম গোবিন্দপুর স্কুলপাড়ার রাসেল দীর্ঘদিন ধরে পুর্লিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করে আসছিল। মঙ্গলবার রাতে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়ায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে সংবাদ আসে। সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই হাদীউজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে তাদের দুজনকে আটক করে পুলিশ। আটকের পর তাদের কাছ থেকে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জেলা প্রশাসকের বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানঁ ও জেলা প্রশাসক পত্নী মেহনাজ খাঁন বাঁধনকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং বিদায়ী জেলা প্রশাসকের দৃষ্টিনন্দিত কর্মের স্মৃতিচারণ করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাকটর আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খাঁন। তার আগেই বিদায়ী বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক পত্নী মেহনাজ খাঁন বাঁধন। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খাঁন চুয়াডাঙ্গা জেলায় দায়িত্ব পালনকালে নানামুখী উন্নয়ন, দক্ষতা ও সফলতার কথা তুলে ধরে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

আরও বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার ভুমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হাসিবুজ্জামান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দীন, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিপুল জোয়াদ্দার, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীগণ। বিদায় অনুষ্ঠান শেষে উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ পৃথক পৃথকভাবে সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু

গোল্ডকাপ অনুর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুর্ধ্ব ১৭ এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ একাদশকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে গাংনী ইউনিয়ন পরিষদ একাদশ।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় আলমডাঙ্গা এটিম মাঠে ফাইনালে দুই দল মুখোমুখি হয়। মাঠে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রসাশক আমিনুল ইসলাম খাঁন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আয়ুব হোসেন, উপজেলার নির্বাহি অফিসার স্নিগ্ধা দাস এবং পৌর মেয়র আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু।

গত ১০ জুলাই এই টুর্নামেন্ট শুরু হয়। নক আউট ভিত্তিতে হওয়া এই টুর্নামেন্টে ১৬ টি দল অংশ নেয়। তার মধ্যে ১৫ দলের দায়িত্ব নেন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান বৃন্দ। একটি দলের দায়িত্বে ছিলেন পৌরসভার মেয়র। খেলা পরিচালনা করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জিহাদি জুলফিকার টুটুল ।

ফাইনাল খেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি রেজওয়ানা নাহিদ, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাকটর জামাল হোসেন, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, ফুড ইন্সপেক্টর লিটন কুমার বিশ্বাস, উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য হাসিবুজ্জামান, আনসার ভিডিপির অফিসার আজিজুল হাকিম প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিভিন্ন অপরাধে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে খাদেমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বেকারি ও মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের মুদি ব্যবসায়ী মেসার্স ইসমাইল স্টোর থেকে ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া মেয়াদ মুল্য বিহীন পণ্য ও নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রয়, পণ্যের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দোকান মালিক ইসমাইলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও, খাদেমপুর বটতলা এলাকার মেসার্স ফারুক স্টোরের মালিক মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও মেয়াদ বিহীন পণ্য সংরক্ষণ করে বিক্রয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মো: ফারুক হোসেনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে, শিয়ালমারি গ্রামে মেসার্স রহমত ফুড বেকারিতে অস্বাস্থ্যকরভাবে বেকারি পণ্য তৈরির অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ

পরিদর্শনে ইউএনও রোকসানা মিতা

দামুড়হুদা ০৬নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি সরজমিনে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম ভালো ভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিষদের সমস্ত রেজিস্ট্রার চেক করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি পরিষদের পরিচালিত কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম হোসেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, সেলিম উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্য ও অনান্য সদস্য বৃন্দ।

ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। কয়েকটি রেজিস্ট্রার হালনাগাদ ছিলো না, সেগুলো হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ এর গণ্ডি পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূল করতে উপজেলা প্রশাসন সর্বদা সজাগ ও ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যদেরকে কাজ করতে হবে এবং তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে কোন রকম অনিয়ম সহ্য করা হবেনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ

সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪১ জনকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে জুলাই মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন উক্ত কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার- ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা/ক্যাম্প/ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত অফিসার ফোর্সদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বমোট ৪১ জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার, মোঃ আলমগীর কবীর, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় ২৫০শয্যার হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ চালুর দাবীতে আমরন অনশন

প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর, ডাক্তার ও জনবলসহ ২৫০শয্যার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ চালুর দাবীতে আমরন অনশন করছেন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উক্ত অনশনে শুরু হয়।

এ সময় উপস্থিত বক্তারা বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর জন্য স্ব্যাস্থ্য ব্যবস্থার একমাত্র ভরসা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল। কিন্তু এ হাসপাতালে ডাক্তার ও বেড সংকটের কারণে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে দিনের পর দিন। ২০০৩ সালে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত হয় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল। খাতা কলমে ১০০ শয্যায় রুপ নিলেও সেই ৫০ শয্যার জনবল দিয়ে কোনরকমে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে হাসপাতালটি। এতে চিকিৎসা সেবা নিতে এসে মারত্মক হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও দেখা পাচ্ছেন না চিকিৎসকের।

সদর হাসপাতালে ৪২টি পদের মধ্যে চিকিৎসকের স্থলে কর্মরত রয়েছেন মাত্র ১৭ জন। ২৫টি পদ শূন্য রয়েছে। হাসপাতালের বাইকেমিস্ট্রি পরীক্ষা করার মেশিন নষ্ট হয়ে আছে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ন পরীক্ষাসহ বিভিন্ন টেস্ট রোগীদের বাইরে থেকে করে আনতে হচ্ছে। ১৯৭০ সালে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। জনসংখ্যার সাথে সাথে রোগীর চাপও বেড়ে যাওয়ায় ২০০৩ সালে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। শয্যা সংখ্যা নামমাত্র বাড়লেও হাসপাতালটিতে ডাক্তার, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়নি। ডাক্তার সংকটের কারণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগীদের বসে থাকতে হয় হাসপাতালের বাইরে। রোগীদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্যর প্রচেষ্টায় ২০১১ সালের প্রায় সাড়ে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ বেডের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ শুরু করে। কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০১৬ সালে থাকলেও কাজ শেষ হয়নি। ২০২১ সালে করোনা ভয়াবহ দেখা দিলে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম ২৫০ বেডের উদ্বোধন করেন। এদিকে জনবল সংকটের কারণে এত রোগীর চাপ সামাল দিতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে ওয়ার্ড নার্সদের।

প্রতিটি ওয়ার্ডে ১৫-২০ টি বেড রয়েছে সেই তুলনায় প্রতিদিন একেকটি ওয়ার্ড থেকে শতাধিক রোগী চিকিৎসা নিচ্ছে। এতে করে ব্যহত হচ্ছে চিকিৎসাসেবা। বেড না পাওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসক ও ওষুধ না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে রোগীদের। অনেকে ঘন্টার পর ঘন্টা হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষা করে চিকিৎসকের দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রতিটা বিভাগেই জনবলের সংকট রয়েছে। এতসব সমস্যার কারণেই ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসাসেবা।
২৫০ শয্যা হাসপাতালটি সম্পূর্ণ চালু হলে রোগী সাধারণের দূর্ভোগ কমবে।

এছাড়া এখানে ব্যবহার উপযোগী এ্যামবুলেন্স নেই। জরুরি প্রয়োজনে কখনো এ্যামবুলেন্স পাওয়া যায় না।এ দাবি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কেন্দ্রীক নয়। দলমত নির্বিশেষে এটা চুয়াডাঙ্গাবাসীর প্রাণের দাবি। সেকারণে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের ব্যানারে এই আমরন অনশন চলবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরন অনশন চলবে।

উপস্থিত আছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আহবায়ক ভাইস গরীব রুহানি মাসুম,চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সদস্য সচিব বখতিয়ার হোসেন জোয়ার্দার,বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার যুগ্ম আহবায়ক বায়েজিদ রহমান জোয়ার্দার, যুগ্ন আহবায়ক আলিফ জোয়ার্দার,চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা সদস্য দারুল ইসলাম,সদর উপজেলা আহবায়ক আকরামুল হক কামাল,সদর উপজেলা সদস্য সচিব শাহজাহান আলী, পৌর আহবায়ক সোহেল রানা পৌর সদস্য সচিব জসিম উদ্দিন নিয়তি,কুতুবপুর ইউনিয়ন আহবায়ক আঃ হান্নান,পদ্মবিলা ইউনিয়ন সদস্য সচিব আলী হোসেন, যুগ্ম আহবায়ক আজাদ আলী শেখ,মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন আহবায়ক বিশারত আলী, শংকরচন্দ ইউনিয়ন যুগ্ম আহবায়ক কামাল হোসেন লাভলু মিয়া আশরাফুল ইসলাম সহ ডিঙ্গেদহ দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক শফি উদ্দীন সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় পেটে বাচ্চা নিয়ে ঝুঁলছিলো গৃহবধূ; মৃত্যু নিয়ে রহস্য

আলমডাঙ্গা উপজেলায় অন্তঃসত্ত্বা এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে প্রেরণ করেছে।

নিহত গৃহবধূর নাম সোনিয়া খাতুন (২৫)। সোনিয়া পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের টিটুর স্ত্রী ও উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের

হাকিমপুর গ্রামের ইমান আলীর মেয়ে।

এলাকাবাসী জানায়, পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের হবি উদ্দিনের ছেলে টিটুর সাথে দুই বছর আগে বিয়ে হয় সোনিয়ার । বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন সোনিয়াকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করে আসছিল। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৫ টায় টিটু স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে মুরগী খামারে পানি দিতে যায়। দরজা বন্ধ দেখে টিটু তার স্ত্রীকে ডাকতে থাকে। প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় ঘরে প্রবেশ করে শোবার ঘরের (আড়া) সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।

নিহতের স্বামী টিটু বলেন, সকালে মুরগী খামারে পানি দিতে যায়। ফিরে ঘর বন্ধ দেখতে পায়। প্রতিবেশীদের সহযোগীতায় ঘরের দরজা ভেঙে সোনিয়ার ফাঁসিতে ঝুলতে দেখি। তার স্ত্রী ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

নিহত সোনিয়ার পিতা অভিযোগ করে বলেন, বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে মানসিক ভাবে নির্যাতন করতো। এটি আত্মহত্যা নয়, পরিকল্পিক হত্যা।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এরশাদপুর গ্রামে এক গৃহবধু ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছে এমন সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাই এবং লাশ উদ্ধার করি। এটি হত্যা না আত্নহত্যা তা ময়না তদন্তের পর জানা যাবে।

আলমডাঙ্গায় ট্রাক থেকে পড়ে আহত যুবকের মৃত্যু

ধান বোঝাই ট্রাক থেকে পড়ে আহত যুবক চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুর ১ টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। নিহত সেলিম হোসেন (২৫) আইলহাঁস ইউনিয়নের কুটি-পাইকপাড়া গ্রামের সামসুল ইসলামের ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের সেলিম ইসলাম একই

গ্রামের মান্নান মালিথার আড়তে লেবারের কাজ করতেন। গত শুক্রবার সাড়ে ৪ টার দিকে ওই আড়তের ট্রাকে ধান বোঝাই করছিলো। এসময় মাথা ঘুরে ট্রাকের উপর থেকে পাঁকা রাস্তায় পড়লে, সে গুরুত্বর আহত হয়।

তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেয়। তার শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল সোমবার দুপুরে মৃত্যু বরণ করেন। এঘটনায় নিহত যুবকের পিতা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেন।

দর্শনায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রমের উদ্ধোধন

দর্শনায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রমের শুভ উদ্ধোধন করলেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু।

এ সময় তিনি বলেন ডেঙ্গু এখন সারাদেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। আগের যে কোন সময়ের তুলনায় এ বছর আক্রান্ত ও মৃত্যর সংখ্যাও বেশি। ডেঙ্গু পরিস্থিতি এখন যে পর্যায়ে রয়েছে একে মহামারিই বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। তাই বর্তমানে ডেঙ্গু পরিস্থিতিকে জনস্বাস্থ্যর জন্য জরুরী অবস্থা হিসাবে ঘোষনা করতে সরকার পরামর্শ দিয়েছে। ডেঙ্গুজ্বর নিয়ন্ত্রন ও প্রতিরোধের লক্ষে দর্শনা পৌরসভায় মশক নিধনের শুভ উদ্ধোধন করা হলো।

গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা থানা চত্বরে মশক নিধনের কার্যক্রম শুরু করে।এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ,দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সাধারন সম্পাদক ও কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা, এস আই টিপু সুলতান, যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্ট, সাবেক কাউন্সিলর কানছু মাতবর প্রমুখ।